সমকাল

তারিখ 29 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কেজি দরে বিক্রি হবে বিনামূল্যের বই

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসগুলোর সমন্বয়ের অভাবে বিনামূল্যের ২৯ কোটিরও বেশি পাঠ্যবই গুদামে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় চার টনের বেশি ওজনের বই পড়ার অনুপযোগী হয়ে গেছে। এসব বই এখন ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাকি বইগুলো শিক্ষক, বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করা হবে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে সারাদেশে ২৯ কোটির বেশি বই উদ্বৃত্ত পড়ে আছে বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সমকালকে বলেন, 'সমন্বয়হীনতার কারণে গত তিন বছর ধরে এই বিশাল সংখ্যক বই স্টকে জমা হয়েছে। এই সমন্বয়হীনতা দূর করতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সব জেলায় একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিটিগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। আগামী শিক্ষা বছর থেকে উপজেলায় যতজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনীতে পাস করবে ঠিক ততজনের চাহিদা জেলায় পাঠানো হবে। একই ক্যাটাগরিতে চাহিদা পাঠাবে জেলা শিক্ষা অফিসও। ফলে সরকারকে বেশি বই ছাপতে হবে না। সরকারি অর্থের অপচয়ও রোধ করা যাবে।'

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী এনসিটিবি প্রতিবছর পাঠ্যবই ছাপায়। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগাসহ প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকের কথা চিন্তা করে এসবের সঙ্গে অতিরিক্ত পাঁচ শতাংশ বই 'বাফার স্টক' হিসেবে ছাপানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী, বছর শেষে বিতরণ না করা বইগুলো পরবর্তী বছরের সঙ্গে সমন্বয় করে তালিকা দেওয়ার কথা শিক্ষা অফিসগুলোর। কিন্তু পরপর গত তিন শিক্ষাবর্ষে এনসিটিবির সঙ্গে উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিসের সমন্বয়হীনতার কারণে অবিতরণকৃত বইগুলো সমন্বয় হয়নি। এতে প্রায় সারাদেশে ২৯ কোটিরও বেশি বই জেলা, উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোর গুদামে জমা হয়েছে। ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি পড়ে ও উইপোকায় কেটে যার মধ্যে চার টনেরও বেশি বই বিতরণের অযোগ্য হয়ে গেছে। এ বইগুলো এখন সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হবে। এতে সরকারের ১৫ কোটি টাকার মতো গচ্চা যাবে।

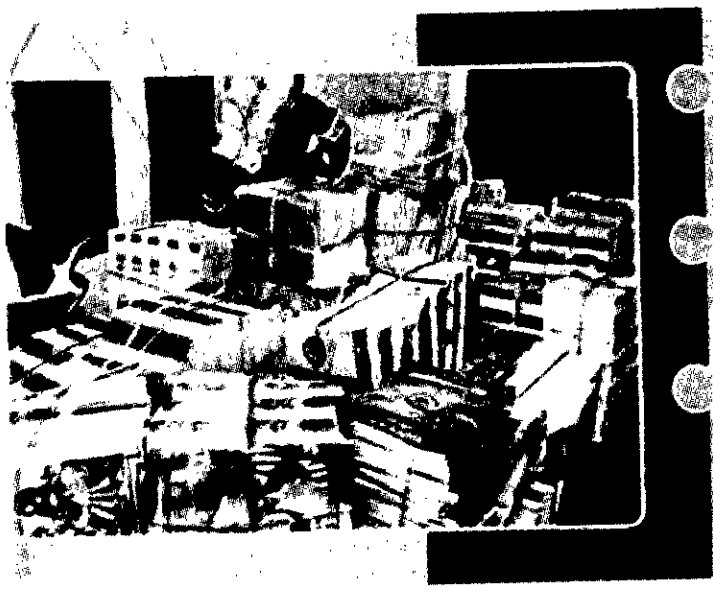

২৯ কোটি পাঠ্যপুস্তক নষ্ট

গচ্চা যাবে ১৫কোটি টাকা

৪ টন বই বিক্রি হবে ১০ টাকা কেজি দরে

বৈঠকে যা ঘটেছে : ২০১৩ থেকে ২০১৫- এ তিন শিক্ষাবর্ষের অবিতরণকৃত ও গুদামে নষ্ট বইয়ের তথ্য নিয়ে বৈঠকে বসেন মাধ্যমিক ও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

কেজি দরে বিক্রি হবে

[১২ পৃষ্ঠার পর]

উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) নয়টি অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-পরিচালকরা। সেখানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের ভর্ৎসনা করা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে মাঠপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপ-পরিচালকরা জানান, এখানে সমন্বয়হীনতার জন্য তারা দায়ী নন। এটার জন্য প্রধান দায়ী এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ। তারা উল্লেখ করেন, উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিস এবং এনসিটিবির মধ্যে সমন্বয়হীনতাই এর প্রধান কারণ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নানা সূত্র থেকে তাদের কাছে খবর আসে, গত তিন শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যবই সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়নি। অনেক জেলা ও উপজেলার সরকারি গুদামে অস্বাভাবিক বই মজুদ রয়েছে। আবার অনেক স্থানে গুদাম শূন্য রয়েছে। এ তথ্য পেয়ে টনক নড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এরপর গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত থাকা এক কর্মকর্তা বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষার্থীর সঠিক তথ্য না দেওয়ায় সরকারি অর্থে ছাপানো বাড়তি বই গুদামে নষ্ট হচ্ছে। পরিবহনের সময় বই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় চাহিদার অতিরিক্ত দুই শতাংশ বাড়তি বই সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বই বিক্রি করে দেওয়ায় অনেক গুদাম খালি রয়েছে বলে বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক গৌর চন্দ্র মণ্ডল সমকালকে জানান, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করবেন তারা।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির চেয়ারম্যান তোফায়েল খান সমকালকে বলেন, 'প্রতি বছর বাফার স্টক হিসেবে পাঁচ শতাংশ বই অতিরিক্ত ছাপা হয়। এ বইগুলো বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য। বছর শেষে অবিতরণকৃত বইগুলো পরবর্তী বছরের সঙ্গে সমন্বয় করার কথা। এ ক্ষেত্রে উপজেলা বা জেলা শিক্ষা অফিস তা না করায় ২৯ কোটি বই গুদামে রয়ে গেছে।' তিনি বলেন, 'এটির মূল কারণ সমন্বয়হীনতা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের উদাসীনতা।'

এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, 'পড়ার অনুপযোগী বইগুলো বিক্রি করা হবে। বাকিগুলো শিক্ষক, লাইব্রেরি, পাঠাগারে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের সমন্বয়হীনতা আর যেন না ঘটে সে জন্য কমিটি গঠন হয়েছে। তারা সার্বিক বিষয়গুলো দেখভাল করবে। আর এনসিটিবি পুরো বিষয়টি সমন্বয় করবে।'

সরকারি টাকার বিপুল অপচয় : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী এনসিটিবি বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ১৪টি বই পাঠ্যসূচি রয়েছে। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখা বিভাগে ১৮ ও মানবিক বিভাগে ১৭টি বই রয়েছে। শিক্ষাবর্ষের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৭৬ দিন নানা ছুটিতে ক্লাস বন্ধ থাকে। বাকি ১৯৮ দিন ক্লাস হয়। প্রতি বিষয়ে ৫০ মিনিট ক্লাস ঘণ্টা হিসেবে বছরে একটি বিষয়ে নয় হাজার ৪৫০ মিনিট ক্লাসে পড়ানো হয়। এ হিসাবে পাঠ্যসূচির নয়টি বইয়ের গড় ওজন দেড় কেজি ধরে ছাপানো হয়। দেড় কেজি ওজনের বই ছাপাতে সরকারের খরচ হয় ২৭৭ টাকা ৯০ পয়সা। যার বাজার মূল্য এক হাজার ৫০ টাকা। কিন্তু সরকারি বিধান অনযায়ী অবিতরণকৃত ও নষ্ট বই প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দর কেজি প্রতি ১০ টাকা। অর্থাৎ অবিতরণকৃত ও নষ্ট বই নিলামে বিক্রি করলে সরকারের লোকসান কেজি প্রতি ২৬২ টাকা ৯০ পয়সা।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ২৬ কোটি ১৮ লাখ ৯ হাজার ১০৬টি, ২০১৪ সালে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩১ কোটি ৭৭ লাখ ২৫ হাজার ৫২৬টি, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি নতুন বই ছাপায় এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ।